# কুলাউড়ায় প্রথমবারের মতো কামিল (মাস্টার্স) শ্রেণির অনুমতি পেল শ্রীপুর জালালিয়া মাদরাসা

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

ছবি: কালের কণ্ঠ

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রীপুর জালালিয়া ফাজিল মাদরাসা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর কামিল (স্নাতকোত্তর) শ্রেণিতে পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি পেয়েছে। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিকে হাদিস বিভাগে এই অনুমোদন দিয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাতে মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামসুল হক বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

এর মাধ্যমে মাদরাসাটি মৌলভীবাজার জেলায় দ্বিতীয় এবং কুলাউড়া উপজেলায় প্রথম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কামিল (মাস্টার্স) কোর্স চালুর সুযোগ পেল।

এ খবরে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদরাসা পরিদর্শন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, হাদিস বিভাগে দুই বছর মেয়াদি কামিল কোর্সের অনুমতি মাদরাসার অধ্যক্ষের আবেদন ও পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদরাসা পরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আইউব হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বলা হয়, ২৭ আগস্ট ২০২৫ থেকে ২৬ আগস্ট ২০২৮ পর্যন্ত তিন বছরের জন্য মাদরাসাটিকে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ১৫ অক্টোবর কামিল স্তরের অনুমোদনের লক্ষ্যে মাদরাসাটি পরিদর্শন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রইছ উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মস্তফা মঞ্জুর ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক আরিফ আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গভর্নিং বডির সভাপতি এডভোকেট এ. এন. এম. খালেদ লাকী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামসুল হক, গভর্নিং বডির সদস্য, শিক্ষক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরিদর্শন শেষে অতিথিবৃন্দ মাদরাসার শিক্ষা পরিবেশ ও অবকাঠামো দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কামিল স্তরে উন্নীত করার সুপারিশ করেন।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, “মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে যারা এর উন্নয়নে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে এখন আমাদের শিক্ষার্থীদের আর জেলা বা বিভাগীয় শহরে গিয়ে উচ্চতর পড়ালেখা করতে হবে না–নিজ উপজেলা থেকেই তারা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবে।”

এ অনুমোদনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কুলাউড়াজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।